তারিখ 12 JUL 2004
পৃষ্ঠা ১ কলাম

দৈনিক
ইত্তেফাক

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ

প্রধান ছাত্রাবাসের সিট দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষ ॥ ভাংচুর-অগ্নিসংযোগ

॥ চট্টগ্রাম অফিস ॥

ছাত্রদল ও ছাত্র শিবিরের ব্যাপক সংঘর্ষের পর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে চার ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের পর শুক্রবার কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী ছাত্ররা হোস্টেল ত্যাগ করায় বর্তমানে পুলিশ পুরো ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। প্রধান ছাত্রাবাসের সিট দখলকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রাতের সংঘর্ষে উভয়পক্ষ ৫টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ ও ৩০টি কক্ষ ভাংচুর করে। এসময় ২৫ ছাত্র আহত হয়। পুলিশ পঞ্চম বর্ষের জাহাঙ্গীর আলম, প্রথম বর্ষের নাফিজ আহমেদ ও অনিমেষ দাশকে গ্রেফতার করেছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. আবুল বশর গতকাল সন্ধ্যায় ইত্তেফাককে বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রাবাসের কক্ষগুলো পুলিশকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সংঘর্ষের ব্যাপকতা রোধ করতে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) পাঁচলাইশ জোনের সহকারী কমিশনার সৈয়দ মেজবাহ উদ্দিন জানান, 'কলেজ কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর পুলিশ এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর-যে-তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের আদালতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত জানায় কোনো মামলা হয়নি। যেহেতু পুলিশ আক্রান্ত হয়নি তাই পুলিশ বাদি হয়ে কোন মামলা করবে না। কলেজ কর্তৃপক্ষকেই মামলা করতে হবে।' প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, চট্টেশ্বরী রোডের প্রধান ছাত্রাবাসের নিচ (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

(প্রথম পৃঃ পর)

তলায় ১ম বর্ষের ছাত্র শান্ত দেবনাথ কয়েক মাস ধরে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটিতে মেডিক্যালের অপর ছাত্রাবাসে যেতে চাইলে শিবির কর্মীরা তাকে বাধা দেয়। ছাত্রদল এর প্রতিবাদ জানালে উভয়ের মধ্যে বাকবিতণ্ডা লেগে যায়। এক পর্যায়ে রাত সাড়ে ১০টায় ছাত্রাবাসের প্রধান ফটকে তালা লাগিয়ে দুপক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এসময় তারা হকিস্টিক, লোহার রড ও ক্রিকেট খেলার ব্যাট নিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে ছাত্রাবাসে অবস্থানরত সাধারণ ছাত্ররা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। দফায় দফায় এই সংঘর্ষ চলে টানা চার ঘন্টা। পাঁচলাইশ থানা পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে ছাত্রাবাস ঘিরে ফেলে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পাওয়ায় পুলিশের পক্ষে ছাত্রাবাসের ভেতরে ঢুকতে এক ঘন্টা দেরী হয়। রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ ছাত্রাবাসে ঢুকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। পরে পুলিশের সাথে র‍্যাবও যোগ দেয়। রাত ৩টায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষ চলাকালে উভয় দলের ছাত্রদের নিয়ন্ত্রিত কক্ষগুলোর বইপত্র, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ছাত্রদলের মেডিকেল কলেজ শাখার সভাপতি মশিউর রহমান বলেন, 'সন্ধ্যা থেকে বহিরাগত শিবির ক্যাডাররা ছাত্রাবাসে জমায়েত হতে থাকে। তারা মিছিল করে। পরে ছাত্রদল কর্মীদের কক্ষে হামলা চালায়। এ ঘটনায় ছাত্রদলের প্রায় ৫ কর্মী আহত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

এদিকে ছাত্র শিবিরের চট্টগ্রাম মহানগর (উত্তর) শাখার সভাপতি কলিমুল্লাহ বলেন, 'এশার নামাজ পড়ে শিবির কর্মীরা বের হলে ছাত্রদল লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। তারা ছাত্র শিবিরের ২৫টি কক্ষ ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় শিবিরের ৭ জন কর্মী আহত হয়।'

গতীররাতে চট্টগ্রাম অফিস জানায়, প্রবীণ শিক্ষক ডঃ আবুল বাশার জানিয়েছেন সোমবার কলেজ খুলবে। তবে আজ শনিবারের ইক কাউন্সিলের সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।